দৈনিক
ইত্তেফাক

17 DEC 2005

ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দিন

ছাত্রীদের উপবৃত্তির পাশাপাশি যদি ছাত্রদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং উভয়কেই সমান সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা হয় তাহলে আমরা যারা আর্থিক অনটনের কারণে মাঝপথে শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছি এবং পত্রিকা বিলির কাজ করে পড়াশোনা চালাতে হিমশিম খাচ্ছি, তারা অন্তত ভালোভাবে শিক্ষার্জনের সুযোগ পাবো। এ সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপন করছি :

১) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সরঞ্জামাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখা।

২) হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের নামমাত্র মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে শিক্ষার্জনের সুযোগ করে দেয়া।

৩) শিক্ষার্জনের পাশাপাশি স্বল্পকালীন চাকরি বা এ জাতীয় কোন কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া, প্রয়োজনে উন্নত বিশ্বের মতো ঘণ্টা হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। যেমন একবেলা কাজ করে অন্যবেলা যাতে স্কুল-কলেজে যাওয়া যায়, সে ব্যবস্থা করে দেয়া। যে কয় ঘণ্টা সে কাজ করবে সে কয় ঘণ্টার মজুরিই সে পাবে—এমন ব্যবস্থা করা। তাতে চার ঘণ্টা শিক্ষার্জনের পাশাপাশি চার ঘণ্টা কর্মজীবন একই সঙ্গে পার করার ফলে সে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কর্মাভিজ্ঞ। যার কারণে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি শেষে চাকরি জীবনে বা কোন কর্মক্ষেত্রে তাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

৪) শিক্ষার্জনে আগ্রহী সহায়-সম্বলহীন ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলোনি বাড়ি বা আবাসন বা স্বল্প খরচের হোস্টেল তৈরি করা (বিশেষ করে ঢাকায় ভাসমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য। অর্থাৎ যারা আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কিংবা কারো আশ্রয়ে থেকে পড়ছে বা পড়তে চাচ্ছে কিন্তু আবাসনের সমস্যায় পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে)।

৫) ছাত্র-ছাত্রীদের গাড়িভাড়া, বাড়িভাড়া, ডাক্তারের ভিজিট, বিনোদন কেন্দ্রের প্রবেশ ফি ইত্যাদির খরচ অর্ধেক করার ব্যবস্থা করা।

৬) পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফলাও করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যারা ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া।

উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলো যদি আমাদের মতো অসহায় ছাত্রছাত্রীরা পায় তাহলে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের গড়ে তুলবে সচেতন নাগরিক হিসেবে।

জহির উদ্দিন স্বাধীন,
৩৪/৫ আহম্মেদবাগ, ঢাকা ১২১৪।